ডিজিটাল সংস্করণ · ই-বুক

এগ্রো টুরিজম

গ্রামই গন্তব্য

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে লুকিয়ে আছে কোটি টাকার সম্ভাবনা



জোবায়ের ইসলাম ও তাসদীখ হাবীব

বাংলাদেশে এগ্রো টুরিজম নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ

এগ্রো টুরিজম

গ্রামই গন্তব্য

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে লুকিয়ে আছে কোটি টাকার সম্ভাবনা

জোবায়ের ইসলাম ও তাসদীখ হাবীব

এগ্রো টুরিজম: গ্রামই গন্তব্য

জোবায়ের ইসলাম ও তাসদীখ হাবীব

প্রথম ডিজিটাল সংস্করণ · জুলাই ২০২৬

© লেখকদ্বয়। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এই ই-বুকের কোনো অংশ লেখকদের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো মাধ্যমে পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা বিতরণ করা যাবে না।

প্রচ্ছদ: মুদ্রিত সংস্করণ অনুসারে

উৎসর্গ

আফসানা মিনা (জোবায়ের ইসলামের স্ত্রী)

ও

শাহানাজ হক তানিয়া (তাসদীখ হাবীবের স্ত্রী) —

আমরা স্বপ্ন বুনেছি মাটিতে,

আর তাঁরা আগলে রেখেছেন সেই স্বপ্নের শিকড়।

গাছ যত বড়ই হোক, ফল যত মিষ্টিই হোক —

সবার আগে ঋণ সেই মাটির, যে নীরবে সব সয়ে গেছে।

তাই এই বই উৎসর্গ করছি, আমাদের স্বপ্নের শিকড় আগলে রাখা দুই সুপারওম্যান কে।

সূচিপত্র

ভেতরে যা আছে

লেখক পরিচিতি ৬

ভূমিকা ৮

এগ্রো টুরিজম কী এবং কেন এখনই? ১৩
সংজ্ঞা, সুযোগ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

গ্রামই ভবিষ্যৎ — গ্রামের মানুষ শহরে যাবে না ২৪
এগ্রো টুরিজমের দার্শনিক ভিত্তি

বিশ্ব কী বলছে: তত্ত্ব থেকে বাস্তব ৩৮
আন্তর্জাতিক গবেষণা ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

সুখের খামারের গল্প ৪৯
শূন্য থেকে বাংলাদেশের প্রথম এগ্রো টুরিজম মডেল

পৃথিবী যা শিখিয়েছে ৬৫
ছয় দেশের সাফল্যের গল্প ও বাংলাদেশের শিক্ষা

এগ্রো টুরিজম শুরু করবেন কীভাবে ৮৪
ধাপে ধাপে বাংলাদেশি উদ্যোক্তার গাইড

চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা ৯৫
এগ্রো টুরিজমের কঠিন দিকগুলো এবং তার সমাধান

ব্যবসায়িক মডেল ও অর্থনীতি ১০৪
আয় কোথা থেকে আসে এবং কীভাবে টেকসই হয়

এক্সপেরিয়েন্স ডিজাইন ১১৪
অতিথি কেন আসবেন, কেন বারবার আসবেন

মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং ১২৪
গ্রাম থেকে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছানো

৬৪ জেলায় এগ্রো টুরিজম ১৩৩
এক গ্রামের স্বপ্ন থেকে গোটা দেশের আন্দোলন

নীতি, ভবিষ্যৎ ও জাতীয় আন্দোলন ১৪১
স্বপ্নকে টেকসই বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথ

গ্রামেই ভবিষ্যৎ ১৪৯
গ্রামই যখন গন্তব্য

যাচাইয়ের উত্তরমালা ১৫৮

লেখক পরিচিতি

যাঁরা লিখেছেন

জোবায়ের ইসলাম

জোবায়ের ইসলাম — লেখক, পুরোদস্তুর কৃষক ও বাংলাদেশের এগ্রো টুরিজম আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।

দীর্ঘ ঊনিশ বছরের ঢাকার সাজানো কর্মজীবন ছেড়ে তিনি ফিরে আসেন বগুড়ার কাহালুর প্রত্যন্ত গ্রাম বাগইলে।

গড়ে তোলেন 'সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ' — বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত, কমিউনিটিভিত্তিক এগ্রো টুরিজম প্রজেক্ট, যার তিনি সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

দেড় বছরে দুই হাজারের বেশি অতিথি, সাতটি দেশের ভ্রমণকারী আর গ্রামে কোটি টাকার নতুন অর্থনীতি — তাঁর কাজের জীবন্ত প্রমাণ।

এই উদ্যোগ এনে দিয়েছে চারটি জাতীয় সম্মাননা, আর পঞ্চাশের বেশি গণমাধ্যমে এসেছে তাঁর গল্প।

কৃষি নিয়ে তাঁর প্রথম বই 'শূন্য থেকে কৃষি উদ্যোক্তা' (প্রিয়মুখ প্রকাশ) পাঠকপ্রিয়তায় বেস্টসেলার।

সামাজিক মাধ্যমে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ অনুসরণ করেন তাঁর গ্রামে ফেরার যাত্রা।

সহ-লেখক তাসদীখ হাবীবের সাথে এটি তাঁর দ্বিতীয় বই — বাংলাদেশে এগ্রো টুরিজম নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

তাঁর বিশ্বাসের নামই — গ্রামই গন্তব্য।

তাসদীখ হাবীব

তাসদীখ হাবীব — উদ্যোক্তা, ব্যবসায়িক কৌশলবিদ ও বাংলাদেশের এগ্রো টুরিজম আন্দোলনের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা।

আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এই প্রকৌশলী দুই দশকেরও বেশি সময়ের ব্যবসায়িক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে যুক্ত হয়েছেন এক ভিন্ন রকমের স্বপ্নে — গ্রামকে গন্তব্য বানানোর স্বপ্ন।

তিনি 'সুখের খামার এগ্রো ভিলেজ'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান — বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত, কমিউনিটিভিত্তিক এগ্রো টুরিজম প্রজেক্ট।

এই প্রকল্পের ব্র্যান্ড, বিপণন ও ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের নকশা তাঁরই হাতে আঁকা। প্রকৌশলীর নিখুঁত পরিকল্পনা আর উদ্যোক্তার দূরদৃষ্টি — এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই সুখের খামার আজ একটি টেকসই মডেল।

তিনি বিশ্বাস করেন, স্মার্ট কৃষিই বাংলাদেশের পরবর্তী বিপ্লব। কৃষি, প্রযুক্তি আর পর্যটনের সমন্বয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বদলে দেওয়াই তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

সহ-লেখক জোবায়ের ইসলামের সাথে লেখা এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই — বাংলাদেশে এগ্রো টুরিজম নিয়ে এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

তাঁর প্রত্যাশা, এই বই হাজারো তরুণকে দেখাবে নিজের গ্রামে ফেরার পথ।

ভূমিকা

আলুর মাঠ থেকে যে স্বপ্নের জন্ম

ফেব্রুয়ারির এক বিকেল। উত্তরবঙ্গের একটা আলুর মাঠ, যত দূর চোখ যায় শুধু ফসল আর ফসল। মাঠের আলে বসে আছেন একজন কৃষক, হাতে একটা ছেঁড়া খাতা। সারা বছরের পরিশ্রমের হিসাব কষছেন তিনি — বীজের দাম, সারের দাম, সেচের খরচ, শ্রমিকের মজুরি।

আর সব হিসাবের শেষে যে সংখ্যাটা দাঁড়াল, তা দেখে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। এত পরিশ্রমের পরেও লোকসান। আলুর দাম এত পড়ে গেছে যে, উৎপাদন খরচটাও উঠছে না।

সেই কৃষকের মুখটা আমরা কখনো ভুলব না। কারণ সেই মুখের মধ্যেই আমরা দেখেছিলাম গোটা বাংলাদেশের কৃষকের ছবি — যিনি দেশের মানুষের পেট ভরান, অথচ নিজের পেট ভরাতে হিমশিম খান।

সেই বিকেলেই আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল, যে প্রশ্নটা আজও আমাদের তাড়া করে — কৃষক কেন তার পরিশ্রমের ন্যায্য দাম পায় না? আর সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই জন্ম নিয়েছিল একটা স্বপ্ন, যে স্বপ্নের নাম সুখের খামার, আর যে স্বপ্নের গল্প এই বই।

আমরা বুঝেছিলাম, সমস্যাটা শুধু দামে নয়। সমস্যাটা হলো, কৃষক তার ফসলকে শুধু ফসল হিসেবেই বিক্রি করে। কিন্তু সেই একই ফসল, সেই একই মাঠ, সেই একই গ্রাম — যদি একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে বিক্রি করা যায়, তাহলে তার মূল্য বহুগুণ বেড়ে যায়। শহরের একটা পরিবার যখন নিজের হাতে আলু তোলে, সেই আলুর মূল্য আর বাজারের দরে মাপা যায় না। এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের এগ্রো টুরিজমের যাত্রা।

কেন আমরা একসঙ্গে এই বই লিখলাম

এই বইয়ের দুজন লেখক — জোবায়ের ইসলাম ও তাসদীখ হাবীব। আমরা দুজন দুই ধরনের মানুষ, আর সেটাই এই বইয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি।

একজন মাঠের মানুষ — গ্রাম, কৃষি, দর্শনার্থীর সাথে সরাসরি অভিজ্ঞতা, খামারের প্রতিদিনের পরিচালনা নিয়ে যাঁর কাজ।

আরেকজন কৌশলের মানুষ — ব্র্যান্ডিং, মার্কেটিং, ব্যবসায়িক উন্নয়ন নিয়ে যাঁর ভাবনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটা স্বপ্ন সত্যি হতে দুই ধরনের শক্তি লাগে — মাটির গভীরে শিকড় আর আকাশে ডালপালা। একা কেউ পুরো গল্পটা বলতে পারত না। তাই আমরা ঠিক করেছি, এই বইটা আমরা দুজন একসঙ্গে লিখব, দুজনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে।

দুই জনের দুইটা বিশেষ মিল আছে এক. ভিশন এক এবং দুই. দুই জনই সুখের খামার এগ্রো লিমিটেড এর সহ-প্রতিষ্ঠা।

বইজুড়ে তাই আপনি 'আমরা' শুনবেন — কারণ এই যাত্রাটা সত্যিই আমাদের দুজনের।

উনিশ বছরের শহর ছেড়ে

এই বইয়ের পেছনে আছে একটা ব্যক্তিগত ত্যাগের গল্প। আমাদের একজন উনিশ বছর ঢাকায় কাটিয়েছেন — একটা সাজানো ক্যারিয়ার, নিশ্চিত আয়, শহরের সব সুযোগ-সুবিধা।

কিন্তু সেই নিশ্চিত জীবনটা একসময় আর টানছিল না। মনে হচ্ছিল, সোনার খাঁচায় বন্দি একটা পাখি।

তারপর একদিন সাহস করে সব ছেড়ে গ্রামে ফেরার সিদ্ধান্ত। আশেপাশের মানুষ পাগল বলেছিল, ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু পরিবার পাশে দাঁড়িয়েছিল, আর সেই ভালোবাসাই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। শহরের সীমানা পেরোনোর সময় মনে হয়েছিল, আমরা কিছু হারাচ্ছি না, বরং অনেক কিছু ফিরে পাচ্ছি — হারানো শিকড়, হারানো শৈশব, হারানো শান্তি। এই বইটা সেই ফিরে আসার গল্পও।

'শহর আমাদের অনেক দিয়েছে — স্বাচ্ছন্দ্য, পরিচিতি, নেটওয়ার্ক। কিন্তু আমরা আমাদের আসল শান্তি খুঁজে পেয়েছি গ্রামের মাটিতে, যেখানে আমাদের শিকড়।'

— জোবায়ের ইসলাম

এই বই কেন লেখা হলো, কার জন্য?

এই বইটা আমরা লিখেছি একটা সহজ বিশ্বাস থেকে — বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তার গ্রামে। আমরা চাই, এই দেশের তরুণরা চাকরির পেছনে অন্ধভাবে না ছুটে, নিজের গ্রামে, নিজের মাটিতে একটা সম্মানজনক ভবিষ্যৎ গড়ার সাহস পাক।

আমরা চাই, গ্রাম আর পিছিয়ে থাকার প্রতীক না হয়ে, হয়ে উঠুক সম্ভাবনার গন্তব্য।

তাহলে এই বই কার জন্য?

এই বই সেই শিক্ষিত বেকার তরুণের জন্য, যিনি গ্রামেই কিছু করতে চান। সেই প্রবাসীর জন্য, যিনি দেশে ফিরতে চান কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। সেই অবসরপ্রাপ্ত মানুষের জন্য, যিনি শহরের কোলাহল ছেড়ে শান্তি চান।

সেই নারীর জন্য, যিনি ঘরে বসেই স্বাবলম্বী হতে চান। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই বই সেই প্রতিটি মানুষের জন্য, যিনি বিশ্বাস করেন গ্রাম বদলে দেওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশে এগ্রো টুরিজমের প্রথম বই

আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, এটি বাংলাদেশে এগ্রো টুরিজম নিয়ে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই। আর এই ‘প্রথম’ হওয়ার সাথে একটা বড় দায়িত্বও জড়িয়ে আছে। আমরা চেষ্টা করেছি কোনো ফাঁপা প্রতিশ্রুতি না দিতে, কোনো রঙিন স্বপ্ন বিক্রি না করতে।

আমাদের প্রথম বই ‘শূন্য থেকে কৃষি উদ্যোক্তা’-তে আমরা শিখিয়েছিলাম, সততাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। সেই একই সততা নিয়ে আমরা এই বইটাও লিখেছি। এখানে শুধু সাফল্যের গল্প নেই, আছে ব্যর্থতার কথা, চ্যালেঞ্জের কথা, কষ্টের কথাও। কারণ আমরা চাই না আপনি ভুল ধারণা নিয়ে এই পথে নামুন।

আমরা চাই, আপনি পুরো সত্যটা জেনে, প্রস্তুত হয়ে, আত্মবিশ্বাসের সাথে শুরু করুন। এই সততার প্রতিশ্রুতিই আমাদের কাছে এই বইয়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

পাঠক এই বই থেকে কী পাবেন

এই বইটা শুধু একটা অনুপ্রেরণার বই নয়, এটা একটা ব্যবহারিক রোডম্যাপ। আমরা চেয়েছি, এই বই পড়ে একজন মানুষ যেন শুধু স্বপ্ন না দেখে, বরং সেই স্বপ্ন বাস্তব করার পথটাও খুঁজে পায়।

বইজুড়ে আপনি ধাপে ধাপে পাবেন — এগ্রো টুরিজম কী আর কেন এখনই সময়, পৃথিবীর নানা দেশ কী শিখিয়েছে, কীভাবে একদম শূন্য থেকে শুরু করবেন, কী কী চ্যালেঞ্জ আসবে আর কীভাবে সামলাবেন, কীভাবে একটা টেকসই ব্যবসায়িক মডেল দাঁড় করাবেন, কীভাবে অতিথির জন্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ডিজাইন করবেন, কীভাবে গ্রাম থেকে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, আর কীভাবে এই স্বপ্নটা ছড়িয়ে দেবেন গোটা বাংলাদেশে। প্রতিটা অধ্যায়ে থাকবে বাস্তব গল্প, বাস্তব সংখ্যা, আর হাতে-কলমে কাজে লাগানোর মতো পরামর্শ।

আমরা প্রতিটা অধ্যায় শুরু করেছি একটা গল্প দিয়ে, শেষ করেছি একটা গল্প দিয়ে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ তথ্য মনে রাখে না, গল্প মনে রাখে। আর এই গল্পগুলোর প্রতিটাই সত্যি — সুখের খামারের মাটি থেকে উঠে আসা।

শেষ কথা — যাত্রা শুরুর আগে

সেই আলুর মাঠের কৃষকের কথা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। আজ আমরা বিশ্বাস করি, সেই কৃষকের লোকসানের হিসাবটা বদলে দেওয়া সম্ভব। যদি তিনি তাঁর ফসলকে শুধু ফসল নয়, একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে বিক্রি করতে শেখেন, যদি তাঁর গ্রামটা একটা গন্তব্য হয়ে ওঠে — তাহলে সেই ছলছল চোখ একদিন আনন্দে ঝলমল করবে।

এই বইটা সেই বদলের একটা ছোট্ট চেষ্টা। আমরা জানি না এই বই কত মানুষের জীবন বদলাবে। কিন্তু আমরা জানি, যদি একটি মানুষও এই বই পড়ে নিজের গ্রামে একটা স্বপ্ন গড়ার সাহস পান, তাহলেই আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক। কারণ একটা প্রদীপ থেকেই হাজারটা প্রদীপ জ্বলে।

তাহলে চলুন, যাত্রা শুরু করি। একটা আলুর মাঠ থেকে জন্ম নেওয়া এই স্বপ্নের গল্পে আপনাকে স্বাগতম। আর মনে রাখবেন, এই বইয়ের শেষে আপনিই হবেন পরবর্তী গল্পের নায়ক। কারণ আমরা বিশ্বাস করি — গ্রামই গন্তব্য।

— জোবায়ের ইসলাম

কাহালু, বগুড়া

— তাসদীখ হাবীব

খিলগাঁও, ঢাকা

৫ জুলাই, ২০২৬

অধ্যায় ১

এগ্রো টুরিজম কী এবং কেন এখনই?

সংজ্ঞা, সুযোগ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

> *"মানুষ জিনিস মনে রাখে না, মানুষ মুহূর্ত মনে রাখে।"*
>
> — সিজার রিৎজ (Cesar Ritz), আধুনিক আতিথেয়তা শিল্পের জনক

একটা গাড়ি এসে থামল সুখের খামারের সামনে। দরজা খুলতেই একটা ছয় বছরের মেয়ে সিরাত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল। তার মা আয়াত পেছন থেকে ব্যস্ত গলায় ডাকলেন, "আস্তে বাবা, আস্তে।" কিন্তু ছেলেটা ততক্ষণে দৌড় দিয়েছে — যেন কেউ তাকে অদৃশ্য কোনো সুতোয় বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সে কোথায় দৌড়াল জানেন? সোজা একটা ছাগলের বাচ্চার কাছে। একটা ছোট্ট ছাগলছানা তখন মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছেলেটা গিয়ে তাকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল, যেন কত জন্মের চেনা। কিছুক্ষণ পর গাছ থেকে কচি পাতা ছিঁড়ে এনে তার মুখের সামনে ধরল। তারপর বাবা-মায়ের দিকে ঘুরে গর্বভরে ঘোষণা দিল, "এর নাম আমি রাখলাম — মিঠু। এটাকে আমি বাসায় নিয়ে যাব।"

আমরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলাম, আর বুকের ভেতরটা কেমন যেন নরম হয়ে আসছিল। কারণ এই দৃশ্য আমরা একবার নয়, বহুবার দেখেছি। প্রতিটা পরিবারের গল্প প্রায় একই রকম। বাচ্চারা গাড়ি থেকে নেমেই ছুটে যায় কোনো জীবন্ত প্রাণীর কাছে — ছাগলছানা, হাঁস, মুরগি, বাছুর। তারা সেই প্রাণীকে কোলে নেয়, একটা নাম দেয়, নিজের হাতে খাওয়ায়, আর যাওয়ার সময় চোখের কোণ ভিজিয়ে বিদায় নেয়। শহরের একটা শিশুর কাছে এ যেন এক জাদুর জগৎ, যা সে এতদিন শুধু বইয়ের ছবিতে দেখেছে।

আর একটা দৃশ্য আমরা বহুবার দেখেছি, যেটা আজও আমাদের বুকের ভেতরটা নাড়িয়ে দেয়। অনেক শিশু সুখের খামারে এসে জীবনে প্রথমবার খালি পায়ে মাটিতে পা রাখে। শহরের টাইলস, কার্পেট আর জুতোর বাইরে তারা কখনো নরম মাটির স্পর্শ পায়নি। প্রথমবার যখন পা রাখে, কেউ কেউ চমকে ওঠে, কেউ ভয়ে মায়ের কোলে উঠে যায়, আবার কেউ খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপর আর থামতে চায় না — সারাটা বিকেল খালি পায়ে দৌড়ায়, যেন মাটির সাথে কোনো হারিয়ে যাওয়া বন্ধুত্ব হঠাৎ ফিরে পেয়েছে।

ভাবুন তো একবার। একটা শিশু তার জীবনের প্রথম ছয়-সাতটা বছরে কখনো নরম মাটিতে পা রাখেনি। এটা কি শুধু সেই একটা শিশুর গল্প? নাকি এটা আমাদের পুরো একটা প্রজন্মের গল্প — যে প্রজন্ম কংক্রিটের ভেতরে জন্মায়, স্ক্রিনের আলোয় বড় হয়, আর নিজের শিকড়টাকেই কখনো ছুঁয়ে দেখে না?

এই বইটা ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু। কারণ এগ্রো টুরিজম আসলে কী, সেটা বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ওই শিশুটার মুখের দিকে তাকানো। যে আনন্দ, যে মুগ্ধতা, যে স্মৃতি ওই শিশু আর তার বাবা-মা বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল — সেটাই এগ্রো টুরিজম। বাকি সব সংজ্ঞা, সব তত্ত্ব, সব হিসাব-নিকাশ এই একটা মুহূর্তের ব্যাখ্যা মাত্র।

তাহলে এগ্রো টুরিজম জিনিসটা কী?

সহজ করে বলি। কৃষি আর পর্যটন — এই দুটো শব্দ আপনি চেনেন। কৃষি মানে চাষবাস, খামার, ফসল। আর পর্যটন মানে বেড়ানো, ঘোরা, নতুন জায়গা দেখা। এই দুটোকে যখন এক জায়গায় মিলিয়ে দেওয়া হয়, তখন যা জন্ম নেয়, তার নাম এগ্রো টুরিজম।

অর্থাৎ একটা খামার, যেখানে শুধু ফসল ফলে না — যেখানে মানুষ বেড়াতেও আসে। একটা গ্রাম, যেখানে শুধু কৃষক বাস করে না — যেখানে শহরের মানুষ এসে দুটো দিন থেকে যায়। একটা পুকুর, যেখান থেকে শুধু মাছ ওঠে না — যেখানে শহরের একটা শিশু জীবনে প্রথমবার নিজের হাতে মাছ ধরে আর আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।

এগ্রো টুরিজম হলো কৃষিকে অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করা। আপনার জমি, আপনার পুকুর, আপনার গরু-ছাগল, আপনার রান্নাঘর, এমনকি আপনার দাদির হাতে বোনা শীতল পাটি — সবকিছু এখানে দুটো কাজ করে। একদিকে উৎপাদন করে, অন্যদিকে মানুষকে অভিজ্ঞতা বিক্রি করে।

> *আমার খামারের ধান দুবার বিক্রি হয়। একবার চাল হিসেবে, আরেকবার অভিজ্ঞতা হিসেবে। শহরের মানুষ সেই ধান কাটার অনুভূতিটার জন্যও আলাদা করে টাকা দেয়।*
>
> — জোবায়ের ইসলাম

এই দ্বিতীয় বিক্রিটাই হলো এগ্রো টুরিজমের আসল জাদু। একজন সাধারণ কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য একবার বিক্রি করে। কিন্তু একজন এগ্রো টুরিজম উদ্যোক্তা একই পণ্য থেকে বারবার আয় করে — পণ্য বিক্রি করে, অভিজ্ঞতা বিক্রি করে, আর সবশেষে একটা সম্পর্ক তৈরি করে যা ভবিষ্যতে আরও আয় এনে দেয়। আর এই জাদুটা বোঝার জন্যই এই বইটা।

সাধারণ পর্যটন আর এগ্রো টুরিজম — পার্থক্যটা কোথায়?

ধরুন আপনি কক্সবাজার গেলেন। সমুদ্র দেখলেন, হোটেলে থাকলেন, রেস্টুরেন্টে খেলেন, কিছু ছবি তুললেন, তারপর ফিরে এলেন। সুন্দর একটা ট্রিপ, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু খেয়াল করুন — এখানে আপনি কেবল একজন দর্শক। আপনি দেখলেন অনেক কিছু, কিন্তু নিজে হাতে করলেন না কিছুই।

এগ্রো টুরিজমে আপনি দর্শক নন, আপনি অংশগ্রহণকারী। এখানে আপনি শুধু খামার দেখেন না — নিজে হাতে গরুর দুধ দোহন করেন। শুধু পুকুর দেখেন না — জাল ফেলে মাছ তোলেন। শুধু সবজি ক্ষেত দেখেন না — নিজে হাতে লাউ-কুমড়া তোলেন, আর সেই সবজি দিয়েই দুপুরে রান্না হয় আপনার পাতে।

এই পার্থক্যটা শুনতে ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে এটা বিশাল। কারণ মানুষের মন একটা অদ্ভুত জিনিস। আমরা যা শুধু চোখে দেখি, তা দ্রুত ভুলে যাই। কিন্তু যা নিজের হাতে করি, যা গায়ে মাখি, যার গন্ধ নাকে লাগে — তা সারাজীবন মনে থাকে। এগ্রো টুরিজম এই সত্যটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

আরও একটা বড় পার্থক্য আছে, যেটা নিয়ে আমরা এই বইজুড়ে বারবার ফিরে আসব। কক্সবাজারে আপনার খরচের টাকা শেষ পর্যন্ত কার পকেটে যায়? বড় হোটেলের মালিক, বড় রেস্টুরেন্ট চেইন, ট্যুর কোম্পানি। স্থানীয় গরিব মানুষের হাতে পৌঁছায় খুব সামান্যই। কিন্তু এগ্রো টুরিজমে আপনার টাকাটা সোজা চলে যায় কৃষকের হাতে, গ্রামের নারীর হাতে, চায়ের দোকানদারের হাতে, ভ্যানচালকের হাতে। মাঝখানে কোনো দালাল নেই, কোনো মধ্যস্বত্বভোগী নেই।

এই একটা কারণেই এগ্রো টুরিজম শুধু একটা ব্যবসা নয় — এটা একটা নীরব সামাজিক আন্দোলন। কিন্তু সেই গভীর গল্পে ঢোকার আগে চলুন আকাশ থেকে একটাবার বড় ছবিটা দেখে নিই। সারা পৃথিবীতে এই জিনিসটা এখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?

৮১ বিলিয়ন ডলার — সংখ্যাটায় একটু থামুন

পৃথিবীজুড়ে এগ্রো টুরিজমের বাজার এখন ৮১ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় হিসাব করলে এটা প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। আর এই বাজার থেমে নেই — প্রতি বছর বাড়ছে ১১ শতাংশ হারে। [IMARC Group]

সংখ্যাটা শুনতে বিশাল লাগে, তাই না? কিন্তু এর ভেতরের অর্থটা একটু ভেঙে বলি। কোনো বাজার যদি ১১ শতাংশ হারে বাড়তে থাকে, তাহলে প্রতি সাত বছরে সেটা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। অর্থাৎ আজ থেকে কয়েক বছর পরে এই বাজার গিয়ে দাঁড়াবে দেড়শো বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। এটা থামার কোনো লক্ষণ নেই।

এগ্রো টুরিজমের বৈশ্বিক বাজার এক নজরে:

◆ বর্তমান বাজার: ৮১ বিলিয়ন ডলার (৯ লক্ষ কোটি টাকার বেশি)

◆ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি: প্রায় ১১ শতাংশ

◆ প্রতি ৭ বছরে বাজার প্রায় দ্বিগুণ

◆ বাংলাদেশের অংশ: প্রায় শূন্য — অর্থাৎ পুরো সুযোগ খোলা

[সূত্র: IMARC Group]

এখন আসল প্রশ্ন — এই বিশাল বাজারের কতটুকু বাংলাদেশের ভাগে আছে? সত্যি বলতে, প্রায় কিছুই না। আর ঠিক এখানেই, এই শূন্যতার ভেতরেই, লুকিয়ে আছে আমাদের সবচেয়ে বড় সুযোগটা।

> *যে ট্রেন এই মাত্র প্ল্যাটফর্ম ছাড়ছে, তাতে এখন উঠলে আপনি বসার আসন পাবেন। দশ বছর পরে উঠতে চাইলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে, কিংবা টিকিটই মিলবে না। এগ্রো টুরিজম বাংলাদেশের জন্য ঠিক সেই ট্রেন।*
>
> — জোবায়ের ইসলাম

আমরা যখন কোনো বিনিয়োগকারীর সাথে বসি, তখন এই একটা সংখ্যা দিয়েই কথা শুরু করি। কারণ ব্যবসার মানুষ আবেগের ভাষা কম বোঝে, সংখ্যার ভাষা ভালো বোঝে। আর এই সংখ্যাটা এমন একটা সত্য চিৎকার করে বলে, যেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই — গোটা পৃথিবী আজ গ্রামের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে।

কোভিড আমাদের একটা কথা শিখিয়ে গেছে

২০২০ সাল। গোটা পৃথিবী হঠাৎ ঘরবন্দি। শহরের ছোট ছোট ফ্ল্যাটে মানুষ মাসের পর মাস আটকে রইল। যে বড় বড় শহর একসময় ছিল আমাদের গর্বের জায়গা, সেগুলো রাতারাতি হয়ে উঠল দম বন্ধ করা কংক্রিটের খাঁচা।

তারপর যখন লকডাউন একটু একটু করে শিথিল হলো, তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মানুষ আর ভিড়ের শহরে কিংবা কোলাহলে ভরা পর্যটন কেন্দ্রে ফিরতে চাইল না। তারা

খুঁজতে লাগল খোলা আকাশ, নির্জনতা, সবুজ মাঠ, বিশুদ্ধ বাতাস। এক কথায়, তারা খুঁজতে লাগল গ্রাম।

জাতিসংঘের পর্যটন সংস্থা UNWTO তাদের রিপোর্টে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে — কোভিড-পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ পর্যটন এখন গোটা বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকা পর্যটন খাত। আর এটা ক্ষণিকের কোনো ঢেউ নয়, এটা মানুষের রুচির এক স্থায়ী পরিবর্তন। [UNWTO 2020-2024]

এই পরিবর্তনটা আমরা কাগজে পড়িনি, নিজের চোখে দেখেছি। কোভিডের পরে সুখের খামারে অতিথির সংখ্যা হঠাৎ বাড়তে শুরু করল। মানুষ ফোন করে বলত, "ভাই, একটু খোলা জায়গায় যেতে চাই। বাচ্চাগুলো ঘরে বন্দি থেকে অস্থির হয়ে গেছে, একটু মাটি-ঘাস দেখাতে চাই।" তারা সমুদ্র চাইত না, পাঁচতারা হোটেল চাইত না — তারা চাইত একটা সাধারণ গ্রাম, যেখানে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়।

আজকের পৃথিবীর মানুষ ক্লান্ত। অফিস, ট্রাফিক, মোবাইলের স্ক্রিন, বাতাসের দূষণ — এই সবকিছু থেকে তারা একটু পালাতে চায়। আর পালানোর জায়গা একটাই — গ্রাম। মানুষের এই ক্লান্তিটাই, এই হাঁপিয়ে ওঠাটাই, এগ্রো টুরিজমের সবচেয়ে বড় বাজার তৈরি করছে। এটা কষ্টের কথা, আবার এটাই সুযোগের কথা।

বাংলাদেশ এখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে?

সত্যিটা সোজাসুজি বলে ফেলি। বাংলাদেশে এগ্রো টুরিজম এখনো হামাগুড়ি দেওয়া শিশুর মতো। হাতে গোনা কয়েকটা উদ্যোগ আছে, যার বেশিরভাগই একা একা, বিচ্ছিন্নভাবে চলছে। কোনো নীতিমালা নেই, কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই, এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যারা এই খাতকে হাত ধরে এগিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু এই "কিছুই নেই" অবস্থাটাকে আমরা কখনো সমস্যা হিসেবে দেখিনি। আমরা বরাবর দেখেছি সুযোগ হিসেবে। কারণ যেখানে কিছুই নেই, সেখানে আপনি যা-ই গড়ে তুলবেন,

সেটাই হবে প্রথম। আর ইতিহাস বরাবর প্রথম মানুষটাকেই মনে রাখে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ জনের নাম কেউ মনে রাখে না।

একটু ভেবে দেখুন, বাংলাদেশের ঝুলিতে এমন সবকিছুই আছে যা এগ্রো টুরিজমের জন্য দরকার। উর্বর পলিমাটি, অসংখ্য নদী, দিগন্তজোড়া সবুজ ধানক্ষেত, হাজার বছরের গ্রামীণ সংস্কৃতি, রক্তে মেশা অতিথিপরায়ণতা, আর বিশাল একটা শহুরে জনগোষ্ঠী যারা প্রতি সপ্তাহান্তে পালানোর একটা জায়গা খুঁজে বেড়ায়। সব উপকরণ হাতের কাছে সাজানো — শুধু রান্নাটা এখনো কেউ ভালো করে শুরু করেনি।

> *অন্য দেশ যা ত্রিশ বছরে শিখেছে, আমরা সেটা দেখে দশ বছরে শিখে নিতে পারি। পেছনে থাকার একটা গোপন সুবিধা আছে — সামনের মানুষটা কোথায় হোঁচট খেল, সেটা আগেভাগেই চোখে পড়ে।*
>
> — তাসদীখ হাবীব

আমাদের পাশের বাড়ি ভারতের কথাই ধরুন। শুধু একটা রাজ্য — মহারাষ্ট্র — সেখানেই পাঁচশোরও বেশি নিবন্ধিত এগ্রো টুরিজম কেন্দ্র আছে। তারা একটা আস্ত সরকারি কর্পোরেশন বানিয়েছে, যার একমাত্র কাজ কৃষকদের আতিথেয়তা আর ব্যবসা শেখানো। আর আমরা? আমরা এখনো শুরুর রেখাতেই দাঁড়িয়ে। তাই প্রশ্নটা সহজ — ভারতে যদি সম্ভব হয়, একই মাটি, একই আবহাওয়া, একই সংস্কৃতির বাংলাদেশে কেন সম্ভব নয়?

আগামী দশ বছরে কী হতে পারে?

আমরা স্বপ্ন দেখি, কিন্তু হাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে দেখি না। আমরা যা দেখি, তা বাস্তবের শক্ত মাটিতে পা রেখে দেখি। তাই আগামী দশ বছরের ছবিটা আমরা রঙিন কল্পনা দিয়ে নয়, বাস্তব সম্ভাবনা দিয়ে আঁকব।

একবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন — আজ থেকে দশ বছর পরের বাংলাদেশ। প্রতিটা বিভাগে অন্তত একটা করে পূর্ণাঙ্গ এগ্রো টুরিজম গ্রাম। বগুড়ায় দইয়ের গ্রাম, রাজশাহীতে

আমের গ্রাম, সিলেটে চায়ের গ্রাম, বরিশালে ভাসমান পেয়ারা বাগানের গ্রাম। শহরের পরিবারগুলো শুক্রবার সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে — কোনো পাঁচতারা হোটেলের দিকে নয়, বরং কোনো এক কৃষকের সাজানো উঠোনের দিকে।

আরও একটু কল্পনা করুন। সেই গ্রামগুলোর তরুণরা আর জীবিকার খোঁজে ঢাকার দিকে ছুটছে না। কারণ তাদের নিজের গ্রামেই এখন কাজ আছে, সম্মান আছে, একটা ভবিষ্যৎ আছে। গ্রামের নারীরা রান্না করে, হাতের কাজের জিনিস বানিয়ে, হোমস্টে চালিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। আর যে কৃষক একসময় আলু পাঁচ টাকায় বিক্রি করে চোখের জল ফেলত, সে এখন সেই একই আলু দিয়ে অতিথিকে গরম গরম ভর্তা-ভাত খাওয়ায়, আর তিনগুণ দাম হাসিমুখে ঘরে তোলে।

এটা কোনো রূপকথা নয়, কোনো কল্পনার গল্প নয়। ইটালিতে এটা সত্যি হয়েছে। জাপানে হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় হয়েছে। থাইল্যান্ডে হয়েছে। এই বইয়ের পাতায় পাতায় আমরা আপনাকে সেই দেশগুলোর গল্প খুলে বলব — কীভাবে তারা পারল, আর তাদের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই স্বপ্নের একটা ছোট্ট জ্যান্ত নমুনা আমরা সুখের খামারে ইতিমধ্যেই গড়ে তুলে দেখিয়েছি। সেটা স্বপ্ন নয়, সেটা চোখের সামনের বাস্তব।

শেষ কথা — তাহলে কেন এখনই?

এই অধ্যায়ের নাম ছিল "এগ্রো টুরিজম কী এবং কেন এখনই?" প্রথম প্রশ্নের উত্তর এতক্ষণে আপনি পেয়ে গেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা আমরা খানিকটা আপনার হাতেই ছেড়ে দিতে চাই। কারণ সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত আপনাকেই নিতে হবে।

তবু সাজিয়ে বলি। বিশ্ববাজার হু হু করে বাড়ছে। মানুষ দলে দলে গ্রামমুখী হচ্ছে। বাংলাদেশে উল্লেখ করার মতো কোনো প্রতিযোগী নেই। সরকার সবে এই খাতের দিকে আগ্রহভরে তাকাতে শুরু করেছে। সব কটা উপাদান একসাথে, এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমন মাহেন্দ্রক্ষণ ইতিহাসে বারবার আসে না।